সংবাদ

তারিখ ... OCT. 23.2006 ..
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছুটির মধ্যেই সিন্ডিকেট সভা শতাধিক বিতর্কিত নিয়োগ চূড়ান্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদুল ফিতরের জন্য অফিস ছুটির মধ্যে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ছাড়াই গত শনিবার বিকেলে এক 'অসাধারণ' (এক্সট্রা অর্ডিনারি) সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রতিবাদে দুই সিন্ডিকেট সদস্য ভিন্নমত পোষণ করে সভা থেকে ওয়াকআউট করেন; কিন্তু এরপরও ১১০ জন কর্মচারী ও ৫ জন শিক্ষকসহ বেশকিছু কর্মকর্তাকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সাধারণত বিশেষ কোন জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই কেবল অসাধারণ সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে; কিন্তু এবার সে ধরনের কোন প্রয়োজন না থাকলেও সিন্ডিকেটে জামায়াত-বিএনপি জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেবল দলীয় নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্যই এ সভা আহ্বান করা হয়। ক্যাম্পাসে বিশেষ কোন পরিস্থিতি বা প্রয়োজন না থাকলেও ছুটির মধ্যে এ ধরনের সভা ডাকার প্রতিবাদে দুই সিন্ডিকেট সদস্য 'নোট অফ ডিসেন্ট' (ভিন্নমত) প্রদান ও সিন্ডিকেটের সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। এর ফলে পোয়াবারো হয় ক্ষমতাসীন জোটের।

সিন্ডিকেট সদস্যরা তাদের ভিন্নমতে বলেন, এ অসাধারণ সিন্ডিকেট সভার

সভা : পৃ: ১১ ক: ৩

সভা : সিন্ডিকেট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আলোচ্যসূচির সবই নিয়োগ সংক্রান্ত হওয়ায় অফিস ছুটির মধ্যে এ ধরনের সভা ডাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। এছাড়াও অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিষয়ে গত ১৬ অক্টোবর এক আইনজীবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৭ দিনের মধ্যে জবাব চেয়ে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন।

সিন্ডিকেটের এই অসাধারণ সভায় প্রায় ১১০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়াও অন্যান্য যেসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাও আত্মীয়করণ ও আঞ্চলিকীকরণের পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। প্রায় সবারই জোট সরকারের কোন না কোন দল কিংবা জোট সমর্থক প্রভাবশালী শিক্ষকদের কারও না কারও সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে। নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পুরোটাই হাইকোর্টে বিচারাধীন বহুল আলোচিত ৫৪৪ সিরিজের কর্মচারীদের একাংশ।

এছাড়াও অন্যান্য পদে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাবিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন জোটের অনুগামী সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুস সালামের শ্যালিকা আনজুমান আরা আলী ময়না। তিনি নিয়োগ পেয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ডেপুটি কিউরেটর পদে। কয়েক মাস আগে যখন এ পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় তখনই তার নামটি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় 'সংবাদ'সহ কয়েকটি পত্রিকায় খবরও প্রকাশিত হয়।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি বর্তমানে উপাচার্যের নিজ এলাকায় একটি বেসরকারি কলেজের প্রভাষক। গতকাল রোববার দুপুরে তিনি উপাচার্যের বাসায় থেকে তার নিয়োগের কাগজপত্র প্রস্তুত সংক্রান্ত খোঁজ-খবর নিয়ে তার নিয়োগপত্র সংগ্রহ করেন। একই জাদুঘরে জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ পেয়েছেন ছাত্রদল রাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসলাম রেজা। ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগে পশু চিকিৎসক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হেমায়েতউদ্দিনও উপাচার্যের নিজ এলাকার। তবে তিনি এসেছেন উপাচার্যের বেয়াইয়ের তদবিরে।

গতকাল রোববার অফিস ছুটি থাকলেও বিশেষ ব্যবস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে এনে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। এজন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশাসন ভবনের সংস্থাপন শাখায় বাতি জ্বলতে দেখা যায়। এদিন উপাচার্য অফিসে এসেই সিন্ডিকেটের কার্যবিবরণীতে সই করেই অফিস ত্যাগ করেন। উপ-উপাচার্যও কিছুক্ষণ অফিসে থেকেই চলে যান। তবে রেজিস্ট্রারকে কিছুটা বাধ্য হয়েই বিকেল ৩টা পর্যন্ত অফিসে থাকতে দেখা গেছে।

ঈদের ছুটিতে অফিস বন্ধের মধ্যে এভাবে তড়িঘড়ি করে সিন্ডিকেট সভা আহ্বান ও নিয়োগ নিশ্চিত করার পেছনে মূল যে কারণটি কাজ করেছে তা হচ্ছে– যাতে কেউ কোন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে।

উল্লেখ্য, সভা অনুষ্ঠানের আগে এ অসাধারণ সিন্ডিকেটের সভা আহ্বানের প্রতিবাদে ও সভা স্থগিতের দাবিতে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে।